সংবাদ

তারিখ ০৯ OCT 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

আদালতের রায়ে বন্ধ 'দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়'

# সনদ দেয়ার চেষ্টা ধানমন্ডি ক্যাম্পাস থেকে

রাকিব উদ্দিন

সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে বন্ধ হওয়া বহুল বিতর্কিত 'দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়'র একটি অংশের সকল সনদের বৈধতা দেয়ার তোড়জোড় শুরু করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পাঁচ ভাগে বিভক্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম গত বছরের ২৬ জুলাই বন্ধ করে দেয়া হলেও এখন রাজধানীর ২১ নম্বর ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার (সড়ক নং-৯/এ) ক্যাম্পাস থেকে বিতরণ করা সকল সনদের বৈধতা চাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির একটি পক্ষ। সেই অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি চক্র দারুল ইহসানের ওই ক্যাম্পাসের সকল সনদের বৈধতা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারির তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

ধানমন্ডির ৯/এ সড়কের ২১ নম্বর বাড়িতে অবস্থিত 'দারুল ইহসান ট্রাস্ট'র সচিব মাহবুব উল আলম তাদের ক্যাম্পাস থেকে প্রদান করা সকল সনদের বৈধতা চেয়ে প্রজ্ঞাপন জারির জন্য গত ২৭ সেপ্টেম্বর আবেদন করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। আবেদনের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০১৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত পাসকৃত শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেটের (সনদ) বৈধতা প্রদানের দাবি জানান তিনি।

ওই চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে বিভিন্ন গ্রুপ কর্তৃক অবৈধভাবে পরিচালিত ১০৬টি অননুমোদিত ক্যাম্পাস চিহ্নিত করে সেগুলো বন্ধ করার জন্য ৩৬ জেলার ডিসি (জেলা প্রশাসক) ও পুলিশ সুপারের কাছে ৭২টি পত্র পাঠায়। পরবর্তীতে উচ্চ আদালত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধভাবে ক্যাম্পাস পরিচালনাকারীদের সকল মামলা খারিজ করে দেন এবং মামলাকারীদের প্রতিটি মামলার জন্য দশ লাখ টাকা করে জরিমানা

আদালতের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

## আদালতের : রায়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেন। এই রায়ের আলোকেই ২০১৬ সালের ২৬ জুলাই দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পাঁচটি গ্রুপের মধ্যে ২০১৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি দারুল ইহসানের তিনটি পক্ষের ১০৪টি ক্যাম্পাসকে অবৈধ ঘোষণা করে এগুলো বন্ধ করতে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারদের চিঠি দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অথচ এর আগে ৩৬ জেলার ১৩৫টি অবৈধ ক্যাম্পাস গুঁড়িয়ে দিতে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

'দারুল ইহসান ট্রাস্ট'র সচিব মাহবুব উল আলম চিঠিতে উল্লেখ করেন, 'যেহেতু দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ধানমন্ডির আবাসিক এলাকার ৯/এ সড়কের ২১নং বাড়ির ক্যাম্পাসটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাসকৃত শিক্ষার্থীরা ১৯৯৭, ২০০২ ও ২০০৩ সালে সমাবর্তনের মাধ্যমে মূল সার্টিফিকেট গ্রহণ করে সরকারি/বেসরকারি বহু প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত অবস্থায় আছে; সেহেতু দারুল ইহসানের ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার ক্যাম্পাস থেকে পাসকৃত শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেটের বৈধতা প্রদান করে প্রজ্ঞাপন জারি করার জন্য অনুরোধ করা হলো।'

তবে দারুল ইহসানের মিরপুর ক্যাম্পাসের একজন কর্মকর্তা সংবাদকে বলেন, 'বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও উচ্চ আদালতের রায়ের আলোকে প্রতিষ্ঠানের সকল পক্ষই সমানভাবে দোষী। এখন একটি পক্ষের সনদ বৈধতা পেতে পারে না।'

দারুল ইহসানের বিভিন্ন গ্রুপের নামে দেশে কী পরিমাণ সনদ বিলি করা হয়েছে, সে সম্পর্কে শিক্ষা প্রশাসনের কাছে কোন তথ্য নেই। বর্তমানে কাগজে-কলমে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও পুরনো তারিখে এখনও সনদ বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ধানমন্ডি ও মিরপুর ক্যাম্পাস থেকে লাইব্রেরিয়ানের সনদ কিনে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় নিয়োগ পেয়ে এমপিওভুক্তির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) আবেদন করেছেন পাঁচ থেকে সাত হাজার ব্যক্তি। এদের এমপিওভুক্তি নিয়ে বেকায়দায় রয়েছে মাউশি'র সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তারা। সারাদেশে মোট ৩২ হাজার নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসায় একটি করে লাইব্রেরিয়ানের পদ রয়েছে। এসব পদে প্রায় ১৩ হাজার নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তিই দারুল ইহসানের সনদধারী বলে মাউশি'র এমপিও শাখার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

২০১৫ সালের ৫ মে মাউশি মহাপরিচালকসহ শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি ও কর্মকর্তার কাছে একটি অভিযোগপত্র দিয়েছিল জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার উচাই এসএসসি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক ফরহাদ হোসেন।

ওই চিঠিতে বলা হয়, 'হাইকোর্টের রায়ের আলোকে পরিচালিত এবং মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিতাদেশ প্রাপ্ত ২৯টি আউটার ক্যাম্পাস ব্যতীত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজমান চারটি গ্রুপের মধ্যে প্রফেসর আনোয়ার ইসলামের ধানমন্ডি গ্রুপের ৩২টি অবৈধ ক্যাম্পাস, আবুল হোসেন গ্রুপের ৩৮টি অবৈধ ক্যাম্পাস এবং আকবর উদ্দিন গ্রুপের ৩৬টি অবৈধ ক্যাম্পাস শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বন্ধ ঘোষণা করে। এসব অবৈধ ক্যাম্পাসের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে স্ব-স্ব জেলার ডিসি ও এসপিদের চিঠি দেয়। এরপরও ধানমন্ডি গ্রুপের ৩২টি অবৈধ ক্যাম্পাসসমূহের সনদ গ্রহণ ও বেতন স্কেল উন্নয়ন সম্পূর্ণ আইনবহির্ভূত এবং পক্ষপাতিত্বের বহিঃপ্রকাশ।'

ইউজিসি'র তথ্যানুযায়ী, ১৯৮৯ সালে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৩ সালের ১৯ আগস্ট প্রতিষ্ঠানটি সরকারের অনুমোদন পায়। এরপর সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট-১৯৬০ অধীনে প্রতিষ্ঠানটিকে রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেয়া হয়। এরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টিদের মধ্যে দুটি গ্রুপ সৃষ্টি হয়। তাদের মধ্যে শুরু হয় নানা ধরনের বিবাদ। এ সুযোগে অন্য আরও দু-তিনটি অংশের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারা নিজেদের পছন্দমতো উপাচার্য বসিয়ে সনদ বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তারা নিজেদের বৈধ দাবি করে অন্য ট্রাস্টিদের বিরুদ্ধে অবৈধ ক্যাম্পাস ও সনদ বাণিজ্যের অভিযোগ করতে থাকেন। একপক্ষ অন্য গ্রুপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসিকে আহ্বান জানান।